# পুরুষ এবং এস আর এইচ আরঃ মহিলাদের সংগ্রামকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মেন এনগেজ কর্তৃক প্রস্তুত কনসেপ্ট নোট

**********

১। ভূমিকা

মেন এনগেজ (Men Engage) সম্মিলন হচ্ছে একটি সারা পৃথিবীর সম্মিলন যেখানে পৃথিবীর দশটি দেশ থেকে ছয় শত'র অধিক সদস্য সংস্থা একত্রিত হয়েছেন একটিই মুখ্য উদ্দেশ্যে। সেটি হল পুরুষ এবং যুবকদের লিঙ্গ সমভাব সম্বন্ধে দায়িত্ব এবং অনুষঙ্গকে বর্ধিত করা। মেন এনগেজ সম্মিলনের পরিকল্পিত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হল তার ছয়টি আঞ্চলিক ও প্রায় পঞ্চাশটি দেশের নেটওয়ার্ককে একত্রিত করা এবং প্রায় একশত সদস্য সংস্থাগুলিকে নিয়ে লিঙ্গ সমভাব এবং জনসাধারণের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার (এস আর এইচ আর) সম্বন্ধে একটি সম্মিলিত প্রচারে নামা। মেন এনগেজ জাতীয় এবং আঞ্চলিক অংশদের নিয়ে সারা পৃথিবী স্তরে প্রথম পদক্ষেপ রেখেছে ২০১৪ সালে একটি উদ্দেশ্যে; তা হল এস আর এইচ আর-এর সঙ্গে পুরুষদের যুক্ত এবং তাদের দিয়ে সকলের জন্য উন্নত মানের এস আর এইচ আর প্রচার করানো এবং মহিলাদের এস আর এইচ আর-এর পরিষেবায় অভিগমন এবং গ্রহণ করাতে পুরুষদের সাহায্য করার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া। এই পদক্ষেপ এস আর এইচ আর ও মহিলা-অধিকার সংস্থাগুলির সঙ্গে যৌথভাবে অগ্রসর এবং কার্যকরী হবে।

এই রচনাটি থেকে এই পদক্ষেপের যৌক্তিকতা, নীতি এবং অগ্রগণ্যতা সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যাবে।

২। যৌক্তিকতা

এস আর এইচ আর মহিলাদের অবিরত সংগ্রাম – পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে প্রাথমিক পার্থক্য হল মহিলাদের গর্ভধারণের ক্ষমতা। প্রাচীনকালে মহিলাদের এই ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করা হত এবং বহু প্রাচীন সভ্যতা থেকে পাওয়া মনুষ্যনির্মিত বস্তু থেকে এর সাক্ষ্য মেলে। যাই হোক, সভ্যতার অগ্রগতির এবং ক্রমবর্ধমান পুরুষতান্ত্রিকতার দরুন মহিলাদের যৌনতা এবং প্রজনন নিয়ন্ত্রণ সারা পৃথিবীর সমাজের একই ধরণের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। মহিলাদের প্রজনন এবং যৌনতা সংক্রান্ত অধিকারের সংগ্রামের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় চিহ্নিত করে যখন মার্গারেট স্যাঙ্গার (Margaret Sanger) এবং মারী স্টোপস (Marie Stopes)-এর মত অগ্রণীরা মহিলাদের গর্ভনিরোধ অথবা যৌন তৃপ্তির জন্য গর্ভনিরোধক গ্রহণ এবং ব্যবহার করার অধিকার স্থাপনের মত দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যা তখন সামাজিক প্রথাবিরোধী ছিল এবং যার জন্য হয়তো তাঁদের কারাবাস করতেও হতে পারত। অনেক সংগ্রামের পরে যৌনতা এবং প্রজনন-সংক্রান্ত স্বাস্থ্য এবং অধিকারের ধারণা "ইন্টারন্যাশানাল কনফারেন্স অন পপুলেশন এণ্ড ডেভেলপমেন্ট" (ICPD), কায়রো, ১৯৯৪ এবং "ফোর্থ ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন উইমেন", বেইজিং, ১৯৯৫-এর ফলস্বরূপ কার্যধারার অভিধানে স্থান পেল। গত বিশ বছর ধরে যে মহিলা প্রজনন এবং যৌনতা সংক্রান্ত সংগ্রামের কাহিনী চলে আসছে তা এখনও শেষ হয়নি, এখনও পৃথিবীর বহু দেশে এবং সমাজে মহিলাদের গর্ভপাত করার ক্ষমতার অধিকার, জন্মনিয়ন্ত্রণ অথবা নিরাপদে একটি শিশুর জন্মের ব্যাপারেও নিরাপত্তা নেই।

সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মতাদর্শ রয়েছে যৌনতা এবং প্রজননকে ঘিরে। বহু ধর্মে কৌমার্যই হচ্ছে একজনের একমাত্র আদর্শ প্রজননগত এবং যৌনতাগত দশা এবং এই দশাই ঈশ্বরের সঙ্গে সবথেকে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ করার উপায় করে দেয়। আবার অন্যদিকে কিছু সমাজে যেমন বহুবিবাহ-প্রথার অনুমোদন আছে কিন্তু অন্য কিছু সমাজ

একজনের একাধিক বিবাহ অনুমোদন করে না। কিছু সমাজে যেমন দুজন সমকামী মানুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক থাকলে তাদের বিবাহের মাধ্যমে শুদ্ধ করে নেওয়া হয়, তেমনি আবার অন্য কিছু সমাজে এটিকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। অনেক বছর আগের কথা নয়, একই সমাজ যা একদিকে যৌন সম্পর্ককে বিবাহের মাধ্যমেই আদর্শ বলে নিজেদের জন্য গ্রহণ করেছে, সেই সমাজই আবার তাদের ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রে তাদের নিরুৎসাহ করেছে। যদিও অধিকাংশ সমাজই পিতৃতান্ত্রিক, যেখানে মেয়েরা বিবাহের পরে শ্বশুরবাড়ি যায়, কিছু অল্পসংখ্যক সমাজ আছে যা মাতৃতান্ত্রিক, যেখানে ছেলেরা শ্বশুরবাড়ি যায়। বিবাহের পর অবশ্যই সন্তানের জন্ম হতে হবে এবং যে সব মহিলারা সন্তানের জন্ম দিতে পারেনা তাদের নিন্দা, অপবাদের সম্মুখীন হতে হয় বহু সমাজে।

যদিও মহিলারা সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন কিন্তু সন্তানের উপর অধিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের পিতৃতান্ত্রিক চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে পুরুষদেরই হয়। বহু ক্ষেত্রে একজন মহিলার কটি সন্তান হবে তাও কেবল পারিবারিক চাপ নয়, ধর্মীয় এবং জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপরও নির্ভরশীল। যদিও বিভিন্ন ধরণের চর্চা রয়েছে তবুও মহিলাদের খুবই অল্প প্রজননগত এবং যৌন স্বাধীনতা রয়েছে পৃথিবীর যে কোনো সমাজে। সমভাবকে বুঝতে পারা এবং মানুষের অধিকারের সার্বভৌমত্বই ছিল বিংশ শতাব্দীর একটি শক্তিশালী চিন্তাধারা। অধিকার সম্বন্ধে ধারণা শুধুমাত্র কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিকে নতুন কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথ দেখায়নি, উপরন্তু বেশ কিছু পার্থক্যকে চোখের সামনে তুলে ধরেছে, যা কিছু সামাজিক আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রেরও সমর্থন পায়। বহু মানবাধিকারের সংগ্রাম রাস্তায় এবং সম্মেলন কক্ষে বেশ কিছু আইনি এবং নীতিগত পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু এখনও আরো অনেক রয়েছে। বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক আদর্শগুলি এখনও অটুট রয়েছে, যদিও অনেক আইনি পুনর্গঠন হয়েছে এবং এর মধ্যে অনেকগুলি যৌনতা এবং প্রজননের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বিধিনিষেধযুক্ত আদর্শের জন্য মহিলারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং তাঁদের অধিকার ও স্বাধীনতার পরিধি বর্ধিত করার জন্য যে সংগ্রাম শুরু হয় তার সূত্রপাত হয় কিছু মহিলা আন্দোলনের মাধ্যমে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রজননগত এবং যৌনতাগত স্বায়ত্বশাসনকে একই সরলরেখায় টানা হয়নি।

সংগ্রামের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এস আর এইচ আর – বিংশ শতাব্দীতে মহিলাদের যৌনতা এবং প্রজননগত অধিকারের সংগ্রাম হচ্ছে তীব্রতম সংগ্রামগুলির মধ্যে একটি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কয়েক বছরের সংগ্রাম মহিলাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ অথবা গর্ভনিরোধক ব্যবহারের ব্যাপারে অভিগমনের ক্ষমতাকে ঘিরেই ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আগে থেকেই একটি আইন ছিল যার নাম কমস্টক (Comstock) আইন, যা গর্ভনিরোধকের বিক্রি এবং বন্টনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, যার কারণ হিসাবে এই নিরোধককে অশ্লীল বলে বিবেচনা করেছিল। ইংলণ্ডের একজন নার্স মার্গারেট স্যাঙ্গার, যিনি নিজের মাকে বহুসংখ্যক শিশুর জন্ম দেওয়ার দরুন মৃত্যুবরণ করতে দেখেন, আমেরিকায় বেসরকারী জন্ম নিয়ন্ত্রণ চিকিৎসালয় শুরু করেন। কিন্তু পুলিশ তাঁর বেসরকারী চিকিৎসালয় আক্রমণ ও লুঠতরাজ করে এবং ওঁর কাজকে আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করে। মার্গারেট স্যাঙ্গার ইংলণ্ডে চলে যান এবং সেখানে মারী স্টোপস নামক একজন যৌনতা-সম্বন্ধীয় শিক্ষার পথপ্রদর্শকের সঙ্গে দেখা করেন। মারী স্টোপস লণ্ডনে প্রথমদিকের একটি জন্মনিয়ন্ত্রণ-সম্বন্ধীয় বেসরকারী চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ ছাড়াও অনেক বই লেখেন যার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল ম্যারেড লাভ (Married Love)। প্রায় ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত মার্গারেট স্যাঙ্গারকে

খুবই লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয় যতদিন না আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি মামলায় {One Package 86F. 2d 737 (2d Cir 1934)} জাস্টিস অগাস্টাস হ্যাণ্ড (Justice Augustus Hand) রায় দেন যে গর্ভনিরোধক কোনোরকম নীতিবিগর্হিত অথবা অশালীন বস্তু নয় যা বিক্রি করা যাবে না অথবা ডাক্তাররা বণ্টন করতে পারবেন না। যাই হোক, রাষ্ট্র আইন অনুযায়ী বিবাহিত মহিলাদের গর্ভনিরোধক ব্যবহারের উপর আমেরিকার বহু রাষ্ট্রে নিষেধাজ্ঞা জারি রইল। ১৯৬৫ সালে সংবিধানের সংরক্ষিত মহিলাদের গোপনীয়তার অধিকার আইনের অধীনে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট যুগান্তকারী একটি মামলায় (Griswold vs. Connecticut) রায় দেন যে মহিলারা গর্ভনিরোধক ব্যবহার করতে পারবেন এবং আগেকার কমস্টক আইন Connecticut রাষ্ট্রের জন্য বাতিল করে দেন। কমস্টক আইন সারা দেশে সম্পূর্ণভাবে বাতিল হয় ১৯৮৩ সালে। এই আইনগুলিকে সর্বদাই তাঁদের সংগ্রামের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এসেছেন মার্গারেট স্যাঙ্গার, এমা গোল্ডম্যান (Emma Goldman) এবং মেরী ডেনেটের (Mary Dennet) মত মহিলারা।

মহিলাদের গর্ভপাতের অধিকার আরো একটি বিষয়, যেখানে আজ অবধি বহু দেশে গর্ভপাত পরিষেবা অনৈতিক হিসাবে গণ্য করা হয় এবং বহু দেশ কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে গর্ভপাতের অনুমতি দেয়। ইংরাজী–ভাষী দেশগুলিতে গর্ভপাতকে একটি গুরুতর অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হত ১৯ শতকের আইন অনুযায়ী, যদিও নানারকম পদ্ধতিতে গর্ভপাত ঘটানো হত। আমেরিকার কমস্টক আইন কোনোরকম গর্ভপাত–সংক্রান্ত তথ্য প্রস্তুত এবং বণ্টন নিষিদ্ধ করল এবং ১৯১০ সালের মধ্যে অমেরিকার সব রাষ্ট্রে গর্ভপাত নিবারণ আইন জারি হল। অন্যদিকে ফ্রান্সে লেখকরা অনেক বেশি সোচ্চারভাবে গর্ভপাত নিয়ে আলোচনা করতেন এবং তাঁরা অপ্রয়োজনীয় গর্ভধারণের বিশেষজ্ঞদের হাতে নিরাপদে সমাপ্তি ঘটানোর ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় মহিলারা বিশেষজ্ঞদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গর্ভপাতের জন্য কিছু স্থূল পদ্ধতি অবলম্বন করতেন যেগুলি ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। গর্ভনিরোধক–সংক্রান্ত আইনের সরলীকরণের জন্য আন্দোলনের পরেই শুরু হয় গর্ভপাত–সংক্রান্ত আইনের সরলীকরণের আন্দোলন। স্টেলা ব্রাউন (Stella Browne) একজন বিখ্যাত ইংরাজ নারীবাদী যিনি প্রথমদিকের আন্দোলনকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং যিনি বিশদভাবে মহিলাদের গর্ভপাতের অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছেন ১৯২০–র দশকে। অন্যান্য নামী নারীবাদীরাও যুক্ত হন এবং খুব শীঘ্রই একটি এবরশান ল রিফর্ম এসোসিয়েশান (Abortion Law Reform Association) তৈরি হয় ১৯৩৬ সালে। ১৯৩৮ সালে Rex vs. Bourne মামলায় একটি ১৪ বছরের ধর্ষিতা মেয়ের গর্ভপাত করার জন্য ডাক্তার আলেক বোর্নকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি। কিন্তু ব্রিটেনে আইনি পরিবর্তন এল ১৯৬৭–তে যখন গর্ভপাত পরিষেবা NHS Act–এর এন এইচ এসের মাধ্যমে বিনা অর্থব্যয়ে করা সম্ভব হল। আমেরিকায় গর্ভপাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরও ঘনীভূত হয় ১৯৬০–এর দশকে যখন অনেকগুলি দল তৈরি হয় গর্ভপাত সম্বন্ধে মতামতকে চালনা করার জন্য। এই দলগুলি একত্রিত হয় একই ছত্রের তলায়, যেটির নাম ন্যাশানাল এবরশান রাইটস একশান লীগ (National Abortion Rights Action League – NARAL)। এদের সক্রিয়তায় প্রতিটি রাষ্ট্র গর্ভপাতকে অপরাধ বলে গণ্য করা বন্ধ করল এবং একটি যুগান্তকারী মামলায় (Roc vs. Wade) সুপ্রীম কোর্ট–এর রায় বের হল যে Texas Statute যা হল গর্ভপাতকে নিবারণ করার চেষ্টা, তা আইনসঙ্গত নয় কারণ এটি মানুষের গোপনীয়তার অধিকারকে লঙ্ঘন করছে।

গর্ভপাত এবং গর্ভনিরোধ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রাষ্ট্রের এবং ধর্মীয় সংস্থাগুলির কড়া নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। বিশেষ করে যে সব দেশে কঠিন রোমান ক্যাথলিক প্রভাব, যেমন ল্যাটিন

আমেরিকা এবং যেখানে কঠিন ইসলাম ধর্মের প্রভাব, তারা মহিলাদের এইসব অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখত। ১৯৬৮ সালে তেহেরাণে অনুষ্ঠিত মানবিক অধিকারের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রজনন-সংক্রান্ত অধিকারের ধারণার সূত্রপাত হয় দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা করার অধিকার দেওয়ার মাধ্যমে। অবশ্য বুখারেস্টে (Bucharest) ১৯৭৪ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা সম্মেলনে পরিবার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে একটি খুব শক্তিশালী প্রতিবাদ হয়েছিল আলজিরিয়া (Algeria), আর্জেন্টিনা (Argentina) এবং হোলী সি (Holy See) দেশগুলি থেকে। এই ধারাটির পুনরাবৃত্তি হতে থাকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা-সংক্রান্ত সম্মেলনে; কেবল কিছু চরিত্র বদলে যায়। যাই হোক, এই জনসংখ্যা-সংক্রান্ত সম্মেলনগুলি দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সারা পৃথিবীর উদ্বেগ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়, বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলিতে যার দরুন 'পরিবার পরিকল্পনা' প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ছিল একটি মুখ্য উন্নতিসূচক বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক সাহায্যর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বহু বৃহৎ পরিবার পরিকল্পনা বহু দেশে, ভারতবর্ষের মত, শেষে অত্যন্ত দমনশীল হয়ে যায় এবং মহিলারাই তাদের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। বহু দেশে এই পরিকল্পনাগুলি বেসরকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে কার্যকরী হয় এবং যে সংস্থাগুলি দেশে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে, তাদের সঙ্গে মহিলা সংস্থাদের, যারা মহিলাদের প্রজননগত অধিকার নিয়ে আন্দোলন করে, বিভেদ ঘটায়।

পৃথিবীজোড়া মহিলা সংগ্রাম বড় আকার ধারণ করে UN দ্বারা আয়োজিত প্রথম সারা পৃথিবীর মহিলা সম্মেলন যা মেক্সিকো সিটিতে (Mexico City) ১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ থেকে, যেখানে মহিলা সংগ্রাম শুরু হয়েছে, মহিলাদের অধিকার নিয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীরা এবং রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা এসে একত্রিত হয়েছেন। প্রজননগত অধিকারের ধারণা এবং তথ্য ও পরিষেবার ব্যবহার আবারও আলোচিত হয় এবং প্রজননগত স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাবকে মহিলাদের মানবিক অধিকার দাবীর ক্ষমতার সঙ্গে যোগ করা হয়। পরবর্তী বছরগুলিতে বহু আন্তর্জাতিক সভাসম্মেলন যেমন মেক্সিকো পপুলেশান কনফারেন্স (Mexico Population Conference), ১৯৮৪, সেফ মাদারহুড কনফারেন্স (Safe Motherhood Conference), নাইরোবি (Nairobi), ১৯৮৪ এবং সভা যেমন ইউ এন ডিকেড অফ উইমেন (UN Decade of Women), যা নাইরোবি কনফারেন্স, ১৯৮৫-তে এসে শেষ হয়। এই সভাগুলি মহিলাদের অধিকারের দাবীকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেয় এবং মহিলাদের প্রজননগত স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণের অভাব ও মহিলাদের প্রজননগত অধিকার দাবী করার অভাব এই দিকগুলিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আঞ্চলিক এবং দেশের স্তরে মহিলাদের অধিকার এবং স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় অধিকার সচেতন সংস্থা গড়ে উঠবার ফলে এই সংগ্রাম আরও ঘনীভূত হয়। এইগুলির মধ্যে ডেভেলপিং অলটারনেটিভস উইথ উইমেন ফর এ নিউ ইরা (DAWN or Developing Alternatives with women for a new era), উইমেন্স গ্লোবাল নেটওয়ার্ক ফর রিপ্রোডাকটিভ রাইটস (WGNRR or Women's Global Network for Reproductive Rights), ল্যাটিন আমেরিকান ক্যারিবিয়ান উইমেন হেলথ নেটওয়ার্ক (LACWHN or Latin American Caribbean Women Health Network) ইত্যাদি সংস্থাগুলি উল্লেখযোগ্য। মহিলা সংগ্রামের আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছানোর দরুন অনেক বড় সারির যৌনতা-সংক্রান্ত এবং প্রজনন-সংক্রান্ত স্বাস্থ্যর বিষয়গুলি তালিকাভুক্ত হয়, যেমন বলপূর্বক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মাতার স্বাস্থ্য, মহিলা যৌনাঙ্গের বিকৃতিসাধন/কেটে দেওয়া, অল্পবয়সে বিবাহ এবং গর্ভধারণ, যৌন অত্যাচার এবং যৌন পরিচয় ইত্যাদি। এই সংস্থাগুলির সম্মিলিত উদ্যমের ফলেই অসংখ্য মহিলা

সংস্থা যোগদান করেন বিভিন্ন সম্মেলনে, যেমন, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন হিউম্যান রাইটস, ভিয়েনা, ১৯৯৩, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন পপুলেশন এণ্ড ডেভেলপমেন্ট, কায়রো, ১৯৯৪ এবং ফোর্থ ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন উইমেন, বেইজিং, ১৯৯৫। বর্তমানে মহিলাদের অধিকার মানবাধিকার এবং প্রজননগত ও যৌনস্বাস্থ্য এবং অধিকার এই ব্যাপারে যে আন্তর্জাতিক ঐক্য দেখা দিয়েছে তা কিন্তু এই দুটি যুগান্তকারী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ফলস্বরূপ। তথাপি প্রতিযোগিতা চলছে এবং গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে "এই অপ্রাসঙ্গিক কার্যধারার কার্যকরী কার্যধারা এবং পরিকল্পনায় পরিবর্তন বাধাপ্রাপ্ত হয় – সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক পদ্ধতি এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক শক্তি দ্বারা যার একত্রে ক্ষমতা যে কোনো মহিলা সংস্থা যা করতে পারে তার থেকে অনেক বেশি"। এই উক্তি নানাভাবে একটি দস্তানার মতন যা পুরুষ এবং বালকের উপর লিঙ্গসমভাব নিয়ে যে কাজ চলছে তা তুলে নেবে এবং কার্যকরী করবে যদি তারা নিজেদের সত্যিই মহিলাদের সংগ্রামের, যা একটি শতাব্দীর অধিকাংশ সময় ধরে চলছে, তার অংশ ভাবে।

৩। <u>'এস আর এইচ আর'-এ পুরুষরা</u>

এই সব সংগ্রামে পুরুষদের জড়িত হওয়া এবং অংশগ্রহণ করা খুবই প্রান্তিক। বরঞ্চ মহিলাদের যৌনতা এবং প্রজনন সবই পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজের সব স্তরে এবং পুরুষদের শক্তি ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অংশগ্রহণের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। অতএব একজন নারী কখন বিবাহ করবে অথবা কজন সন্তানের জন্ম দেবে এই ব্যাপারগুলি পৃথিবীর বহু জায়গায় মহিলাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। পৃথিবীর বহু দেশে মহিলাদের একটি অপ্রয়োজনীয় গর্ভধারণের ক্ষেত্রে গর্ভপাত করার অনুমতি দেওয়া হয়না। এই নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় করে পরিবারের বহু পুরুষ এবং কিছু ক্ষেত্রে সমাজও। বহু পুরুষ মহিলাদের উপর যৌন অত্যাচারের জন্য দায়ী এবং কেউ কেউ তাদের নিজেদের পরিবারের মধ্যেও মহিলা এবং অল্পবয়সী মেয়েদের উপর যৌন অত্যাচারের জন্য দায়ী থাকে। চতুর্দিকে বিস্তৃত লিঙ্গ বৈষম্য দ্বারা পুরুষদের লাভ হয় এবং খুবই অল্পসংখ্যক পুরুষ এই অসম সুবিধাগুলি, যা পুরুষরা বর্তমান লিঙ্গ বৈষম্যর জন্য ভোগ করেন, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।

পুরুষ, এস আর এইচ আর এবং রাষ্ট্র - এস আর এইচ আর-এর ইতিহাসে যদিও মহিলারাই প্রধান বিষয় এবং প্রতিনিধি, পুরুষদের প্রান্তিক আগমন যৌনতা এবং প্রজনন-সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু বিশেষ উদ্বেগ থেকে উত্থিত হয়ঃ

১) অতিরিক্ত জনসংখ্যা – পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলের কাছে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বিশেষ করে পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চলে হল প্রধান উদ্বেগের বিষয়। প্রথমদিকে পুরুষরা পরিবার পরিকল্পনার প্রধান মক্কেল থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের জন্য নানাবিধ পদ্ধতি থাকার ফলে মহিলাদের দিকেই দৃষ্টি পড়ে।

২) রোগ ছড়ানো বিশেষ করে এইচ আই ভি এবং এইডস – মহিলাদের অতিরিক্ত সম্ভাবনা থাকা এবং পুরুষদের মধ্যে একাধিক যৌনসঙ্গী থাকা পুরুষদের যৌন আচরণ সূক্ষ্ম পরীক্ষাধীন হয় বিশেষ করে পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চলের পুরুষদের।

৩) অত্যাচার, বিশেষ করে যৌন অত্যাচার – মহিলাদের উপর পুরুষদের অত্যাচার, যার মধ্যে বৈবাহিক এবং বিবাহের বাইরের অত্যাচারও ধরা হয়, এখন উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪) সমকামিতা – সমকামী পুরুষদের ঐতিহাসিক কালে কলঙ্কিত করা হত, কিন্তু বর্তমানে বহু দেশে তারা সূক্ষ্ম পরীক্ষাধীন হয়।

এই চারটি কর্মপদ্ধতি-সংক্রান্ত উদ্বেগ ছাড়াও একটি পঞ্চম এলাকা রয়েছে যার বেশির ভাগ একজন মানুষের নিজস্ব অভ্যাসের সঙ্গে সম্পর্কিত।

৫) যৌন স্বাস্থ্য – যৌন ক্রিয়া সম্পাদনের উপর বিশেষ নজর দিয়ে একদিকে যেমন এইচ আই ভি, এইডস, এস টি আই ইত্যাদি পুরুষদের যৌন স্বাস্থ্যের প্রতি উৎসাহ বাড়িয়েছে, তেমনি অনেক দেশের পুরুষরা নিজেদের যৌন স্বাস্থ্য এবং যৌন ক্রিয়া সম্পাদনের প্রতি অনেক আগে থেকেই অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। দক্ষিণ এশিয়ার পুরুষদের মধ্যে শুক্ররসের ব্যাপারে দুশ্চিন্তার প্রামাণিক তথ্য রয়েছে এবং মাস্টারবেশন সম্পর্কিত কিছু গল্পকথা সম্ভবতঃ সব সমাজেই প্রচলিত। বর্তমানে একটি ওষুধ 'সিডেনাফিল সাইট্রেট' অথবা 'ভায়েগরা'র অতিরিক্ত বিক্রয় যৌন ক্রিয়া সম্পাদন সম্পর্কিত উদ্বেগের শুধু একটি নিদর্শন। তথাপি এই ব্যাপারে বিশেষ কোনও উপযুক্ত পরিষেবা নেই।

অন্তর্নিহিত যে ছবিটি নির্গত হয় (বিশেষ করে দক্ষিণের একটি দরিদ্র মানুষের) তা হল একটি প্রচণ্ড দায়িত্বজ্ঞানহীন জন্মদাতা, যে একটি যৌনাকাঙ্ক্ষী লম্পট এবং মাঝে মাঝে সে সমকামীদের মতনও আচরণ করে। অবশ্য এটিই একমাত্র বিষদ এবং স্পষ্ট উচ্চারিত পন্থা নয় যাতে পুরুষরা প্রজননগত এবং যৌনতা মূলক স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত কার্যে বিভিন্ন সময় যুক্ত থেকেছে। পুরুষের সঙ্গে এস আর এইচ আর-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাক্ষাতের মধ্যে একটি হল 'ভ্যাসেকটমি' (vasectomy) অথবা পুরুষদের নির্বীজকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে। আমেরিকায় একটি সংস্থা, যার নাম 'এনজেনডার হেলথ' (Engender Health), ১৯৩৭ সালে কাজ শুরু করেছিল আমেরিকার নির্বীজকরণ সৃষ্টিকারী সংঘ হিসাবে, যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতিগত গোষ্ঠীর উন্নতি সাধন সুপ্রজনন উপায় দ্বারা প্রাথমিক ভাবে পুরুষদের নির্বীজকরণের মাধ্যমে, কারণ মহিলাদের বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টির সহজ উপায় তখন জানা ছিল না। এক্ষেত্রে বলা দরকার যে সুপ্রজনন উপায়ে পুরুষদের নির্বীজকরণ (বেশির ভাগ ইহুদী, যাযাবর এবং কালো মানুষদের উপর) খুব বৃহৎ আকারে নাজী জার্মানী এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকায় শুরু করা হয়েছিল। ভারতবর্ষ ১৯৫১ সালে পৃথিবীর যে সর্বপ্রথম পরিবার পরিকল্পনার কার্যক্রম শুরু করেছিল তা প্রথমদিকে নির্বীজকরণের উপর জোর দিয়েছিল এবং যা খুব ঘনিষ্ঠভাবে 'দেশগঠন' পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত ছিল ও ছোট ছোট পরিবারগুলিকে জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার আদর্শ হিসাবে গণ্য করা হত। যখন মানবাধিকারের ধারণা যে মূল নীতি অর্থাৎ 'সব মানুষ সমান অধিকার নিয়ে জন্মায়' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রচার লাভ করে, সুপ্রজননের চর্চা তখন অখ্যাতি লাভ করে। তথাপি একটি নতুন বদ্ধ সংস্কার বাড়তে থাকে যা হল অতিপ্রজতার ভীতি এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র তখন হয় পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলি, বিশেষ করে ভারতবর্ষ। সত্তর দশকের প্রথম দিকে বৃহৎ নির্বীজকরণ শিবির শুরু হয় ভারতবর্ষে এবং পুরুষদের বন্ধ্যাত্বকরণ কর্মপন্থার অভিগমন হিসাবে উচ্চতম শীর্ষে পৌঁছয় 'ইমারজেন্সি'র (Emergency) সময়, যখন আঠারো মাসের মধ্যে (১৯৭৫-১৯৭৭) প্রায় ১২ লক্ষ নির্বীজকরণ অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, তার মধ্যে প্রায়ই রাস্তা থেকে লোককে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। তথাপি শুধুমাত্র ভারতবর্ষই নির্বীজকরণ পদ্ধতিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পন্থা হিসাবে ব্যবহার করেনি। এখানে বলা প্রয়োজন যে 'এবডমিনাল মিনি ল্যাপারোটমী' এবং 'ল্যাপারোস্কোপিক টিউবএক্টোমী' ১৯৮০-র দশকে সহজেই করা যেত কিন্তু তার আগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমস্ত দমনমূলক বন্ধ্যাত্বকরণ কর্মপন্থা প্রাথমিকভাবে নির্বীজকরণ অস্ত্রোপচারের উপরেই নির্ভরশীল ছিল এবং সেই কারণে পুরুষদেরও তাদের যৌন এবং প্রজননগত স্বাস্থ্য এবং অধিকারের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ এবং দমনমূলক বন্ধ্যাত্বকরণ-সংক্রান্ত একটি অপ্রীতিকর ইতিহাস রয়েছে।

পরবর্তীকালে পুরুষদের এস আর এইচ আর-এর কর্মসূচীতে নিযুক্ত করার বহু প্রচেষ্টা হয়েছে এবং এর মধ্যে অনেকগুলি চেষ্টা করেছে পুরুষদের যৌন এবং প্রজননগত স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তাদের দ্বাররক্ষী ভূমিকার উপর নির্ভর করতে, পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ অথবা পিতৃসুলভ মানসিকতা পুনরায় বলবৎ করতে। সদ্য একটি অনেক সূক্ষ্ম পরীক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগে লিঙ্গ-ভূমিকা, যার দ্বারা পুরুষদের একটি লিঙ্গ-অপক্ষপাত পরিকাঠামোয় এস আর এইচ আর-এ নিযুক্ত করা যায়, তা তৈরি হয়েছে।

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন]

বক্স ১) পুরুষদের যৌন এবং প্রজননগত স্বাস্থ্যে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে অভিগমন

| অভিগমন | হেতু এবং ধারণ | কর্মসূচীগত সংশ্লেষ |
|---|---|---|
| মহিলাদের জন্য সাবেকি পরিবার পরিকল্পনা | ▪ গর্ভনিরোধকের ব্যবহার বর্ধিত করা এবং গর্ভধারণকে হ্রাস করা<br>▪ পারদর্শিতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুরুষদের এই কাজে নিযুক্ত করার প্রয়োজন নেই | ▪ মাতার এবং সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গে মহিলাদের গর্ভনিরোধক বিলি করা |

জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের উপর কায়রো (Cairo) ইন্টারন্যাশানাল কনফারেন্স, ১৯৯৪

| | | |
|---|---|---|
| মক্কেল হিসাবে পুরুষ | ▪ পুরুষদের প্রজননগত স্বাস্থ্যের চাহিদা সম্বন্ধে আলোচনা করুন। | ▪ প্রজননগত স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় পরিষেবা মহিলাদের মতন সমানভাবে পুরুষদেরও দিন।<br>▪ পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মী নিযুক্ত করুন। |
| স্বামী হিসাবে পুরুষ | ▪ মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে পুরুষদের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। | ▪ মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কাজে পুরুষদের নিযুক্ত করুন। যেমন স্বামীদের তাদের স্ত্রীদের আসন্ন প্রসব সময়ের বিপদ-সঙ্কেত সম্বন্ধে সচেতন করুন কিভাবে যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে, মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি শেখান। |
| উন্নতির উদ্দেশ্যে পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসাবে পুরুষ | ▪ লিঙ্গ সমতা সম্বন্ধে প্রচার করুন যার দ্বারা পুরুষ এবং মহিলাদের স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন হবে এবং অসমতার অবসান ঘটবে।<br>▪ অসমতা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখার সময় পুরুষদের পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতার প্রয়োজন | ▪ প্রয়োজনমত যখন যেখানে পরিষেবা দেওয়া হবে তার কর্মপন্থার কাঠামোগত পরিবর্তন হবে।<br>▪ পুরুষদের উপর যৌনসঙ্গী, পিতা এবং সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে অনেক বৃহৎ কার্যভার থাকবে। |

পুরুষ, 'এস আর এইচ আর' এবং সমাজ – একদিকে যেমন পুরুষদের কর্মপন্থা খানিকটা অস্বাভাবিক এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে 'এস আর এইচ আর' বিষয়ে পুরুষদের সম্মুখীন হওয়া খুবই সমস্যাপূর্ণ, তেমনি অন্যদিকে সমাজ পুরুষদের এবং তাদের প্রজননগত এবং যৌন সাহসের দর বাড়িয়েছে এবং এইগুলি সবই বেশির ভাগ সমাজেই পুরুষদের আসল চরিত্র। ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, দুর্দমতা, বহু মহিলাকে সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা, জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা, এইগুলিকে কাম্য পুরুষালী লক্ষণ হিসাবে বহু কৃষ্টিতে ধরা হয়। অনেক কৃষ্টিতে এই লক্ষণগুলি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লক্ষণীয় করা হয় যখন একজন বালক থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষে রূপান্তরিত হয়। আজকের দিনে এমন অনেক সামাজিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত পুরুষালী লক্ষণ যেখানে পুরুষের লিঙ্গগত ক্ষমতা মহিলাদের উপরে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয় বা অনেকসময় লিঙ্গ প্রভেদকারী আচরণের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় যা হিংসাত্মক এবং একটি আবর্তচক্র তৈরি করে যখন লিঙ্গ সমতা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়। এই সম্পর্ক অর্থাৎ আদর্শ পুরুষত্ব এবং মহিলাদের যৌনতা এবং প্রজননগত স্বাস্থ্যের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন কৃষ্টির ক্ষেত্রে ভিন্ন কিন্তু ফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক। ধরা যাক দক্ষিণ এশিয়া যেখানে ১.৭ লক্ষ কোটি লোক (পৃথিবীর জনসংখ্যার ১/৪ ভাগ) বাস করে, সেখানে দেখা যায় যে পুরুষালী নিয়মগুলি ওতপ্রোতভাবে প্রজননগত এবং যৌন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিশ্বাস, রীতি এবং আচরণের সঙ্গে জড়িত। এই অঞ্চলে অনেক এস আর এইচ আর সংস্থা রয়েছে এবং আমরা যদি তাদের মধ্যে কয়েকটিকে পরীক্ষা করি এই সম্পর্কগুলি পরিষ্কার হয় যেমন নীচে বর্ণনা করা হলঃ

<u>বাল্যবিবাহ</u> – এটি একটি পৃথিবীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দক্ষিণ এশিয়া ও উপসাহারা অঞ্চলকে পৃথিবীর উষ্ণ এলাকা বলে ধরা হয়। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে উদ্বেগ ১৩০ বছরের অধিক আগে থেকে আরম্ভ হয় এবং প্রথম দিকের আইনগুলি ৮০ বছরের আগের থেকে বিধিবদ্ধ করা হয়। এই উপমহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে বিবাহ একটি সাম্প্রদায়িক এবং পারিবারিক বিষয় যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাধীনতা খুব কমই থাকে। এটি খুব ঘনিষ্ঠভাবে সামাজিক শ্রেণী এবং জাতের সঙ্গে যুক্ত, পুরুষের সম্মান ও মর্যাদা এবং যা যৌনতাগত বিশুদ্ধতা ও কৌমার্যের সঙ্গে যুক্ত। কন্যাসন্তানদের যৌনতাগত পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে উদ্বেগ রয়েছে এবং পিতারা তাদের কন্যাদের বাল্যবিবাহ দিয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন। দেখা যায় যে কন্যাদের বিবাহ অনেক সময় বয়ঃসন্ধির পূর্বেই হয় এবং সেক্ষেত্রে তাদের যৌনতাগত বিপদের থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয় যতদিন না সে বয়ঃসন্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে এবং অনেকসময় একটি আনুষঙ্গিক বিদায় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় যখন সে সত্যই তার পতিগৃহে যাত্রা করে। বিবাহ হওয়া অনেক সময়েই পুত্রদের পক্ষে সম্মানের চিহ্ন হয় এবং বহুক্ষেত্রে এটি বালক থেকে পুরুষে পদার্পণ করার সামাজিক রীতি হিসাবে গণ্য হয়।

<u>শীঘ্র গর্ভধারণ</u> – এটিকে শীঘ্র বিবাহের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে মনে হতে পারে কিন্তু তা নয়। বিয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় মহিলাদের উপর সামাজিক নিপীড়ন অথবা চাপ থাকে তাদের গর্ভধারণের ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য (এবং পুরুষদের উপর তাদের মহিলাদের গর্ভবতী করার ক্ষমতা যেটি তাদের শক্তি এবং সম্পাদন করার ক্ষমতার পরিচায়ক)। যদিও বিবাহের বয়স সময়ের সাথে ক্রমাগতই বাড়ছে উচ্চ সামাজিক তথা অর্থনৈতিক শ্রেণীতে কিন্তু প্রথম সন্তানের জন্মের আগে গর্ভনিরোধকের ব্যবহার চূড়ান্তভাবে কম।

নিম্নগামী যৌন অনুপাত – এটি ক্রমশঃ একটি অঞ্চলের মুখ্য লিঙ্গবিচার্য বিষয় হিসাবে দেখা দিচ্ছে এবং অবশ্যই ঘনিষ্ঠভাবে নিম্নগামী পরিবারের আকার এবং ঊর্ধ্বগামী সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচায়ক। সামাজিক অন্তঃপ্রজন্মগত দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পুত্রসন্তানের মূল্য এবং তার সঙ্গে কন্যাসন্তানের বৈষম্য অত্যন্ত বিকৃতভাবে ঊর্ধ্বগামী সামাজিক গতি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িত।

পিতৃত্ব – একজন পুরুষের পিতা হওয়া খুবই জরুরি এবং পুত্রসন্তানের পিতৃত্ব করা আরও বেশি জরুরি। যেহেতু পরিবারগুলি অনেক ক্ষেত্রেই যৌথ পরিবার হিসাবে অবস্থান করে সেহেতু একজন পুরুষের সঙ্গে তার সন্তানদের প্রাকৃতিক দূরত্ব অনেক ক্ষেত্রেই অধিক থাকে। অতিরিক্ত রক্ষণশীল পরিবারগুলিতে যেহেতু এখনও পুরুষ ও মহিলাদের পৃথকভাবে থাকতে হয় সেহেতু একজন পুরুষের তার শিশুসন্তানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করাও বড় একটা সম্ভব হয় না। পুত্রের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া শুরু হয় যখন সে বড় হয়, যার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে পুত্রকে একজন বলিষ্ঠ পুরুষে পরিণত করা। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষরা কার্যসূত্রে পরিবার ছেড়ে অন্য স্থানে যায়। এইরূপ পরিস্থিতিতে একজন পুরুষের কাছ থেকে সামাজিক প্রত্যাশা এবং তার প্রজনন এবং শিশুপালনে অংশগ্রহণের সুযোগও সীমিত থাকে।

অবশ্য আবার একই অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক প্রত্যাশা এবং আচরণ দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু কিছু সার্বজনীন সামাজিক নিয়ম রয়েছে যা বর্তমান প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে এস আর এইচ আরকে প্রভাবান্বিত করে। এইগুলি হলঃ

- মহিলাদের সম্মানকে বাস্তবায়িত করার বিষয় – বিপদ এবং হিংস্রতা থেকে রক্ষা করা – সামাজিকভাবে অনুমোদিত ভি এ ডব্লিউ (VAW) থেকে পিউনিটিভ (Punitive) ধর্ষণ পর্যন্ত
- নিজস্ব এবং জনসাধারণের এলাকার পার্থক্য সাধন – নিজস্ব এলাকাকে জনসাধারণের পরীক্ষার সামনে না আনা যার মধ্যে প্রচার মাধ্যমও পড়ে এবং বাধ্যতামূলক আইন জারি করার সংস্থাগুলির দ্বারা বিদ্যমান আইনগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা
- কিছু কৃষ্টিদ্বারা অনুমোদিত লিঙ্গ বৈষম্য সৃষ্টিকারী অনুশীলন যা 'এস আর এইচ আর'এর উপর প্রভাব বিস্তার করে
- সামাজিক ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ নৈতিকভাবে অনুমোদিত ধর্ম, প্রথা, সঙ্কীর্ণতা/স্বাদেশিকতার মাধ্যমে
- বিশ্বায়ন দ্বারা প্রচুর সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন। এর মধ্যে কিছু দলের হস্তান্তর করা যায় এমন আয় করা আবার কিছু দলের শক্তি ফুরিয়ে যাওয়া। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে একটি সাধারণ ব্যাপার দেখা যায়। তা হল প্রচুর মহিলাদের লৌকিকতাপূর্ণ কার্যক্ষেত্রে অংশগ্রহণ
- পিতৃতান্ত্রিক নীতিগুলির পরিবর্তনে বাধা – বাহ্যিক কৃষ্টির বহিরাক্রমণ হিসাবে দেখা যায় এবং স্বকীয়তার সঙ্গে যুক্ত ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসকে শক্তিপূর্ণ করা

একটি অঞ্চলের বর্তমান 'এস আর এইচ আর' সম্পর্কিত চর্চার এবং বিদ্যমান লিঙ্গ-সম্পর্কিত নীতির কোনও পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে এই সব বাস্তব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে এবং বুঝতে হবে ও যুক্তি খাড়া করতে হবে। পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চলেও এই একই ধরনের অবস্থা বিদ্যমান। তবে এই

বিশেষ এবং নানারূপ সামাজিক এবং কৃষ্টিযুক্ত বাস্তবগুলি বিশদভাবে বোঝা যায়না এবং পৃথিবীর সাধারণ উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টার মধ্যেও আনা হয়না।

এস আর এইচ অধিকারের সংগ্রামে পুরুষ – একদিকে যেমন পুরুষরা মহিলাদের প্রজনন এবং যৌনতাগত স্বাস্থ্যের অধিকারের সংগ্রাম সমর্থন করেছেন, অন্যদিকে এইচ আই ভি (HIV) এবং এ আই ডি এস (AIDS)-এর ক্ষেত্রে তাঁরা যে কোনও 'এস আর এইচ আর' বিষয় আলোচনায় অগ্রসর হতে নেতৃত্ব করেছেন যদিও চিকিৎসা পাবার স্বার্থে। আমেরিকায় যেখানে এইচ আই ভি এবং এইডস সমকামী অসুখ হিসাবে প্রথম পরিচিত হয়, এক্ট আপ (ACT UP) নামে একটি সমকামী পুরুষদের সংস্থা এইচ আই ভি এবং এইডস-এর ক্ষেত্রে অভিগমন ও সুলভে চিকিৎসা লাভের ব্যাপারে সহায়তা করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় একই ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ট্রিটমেন্ট একশন ক্যামপেন [Treatment Action Campaign (TAC)] যারা দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে এন্টি রেট্রো ভাইরাল (Anti Retro Viral) চিকিৎসাকে বিশ্বজনীন করবার জন্য সাংবিধানিক আদালতে নিয়ে যান।

৪। পুরুষ এবং এস আর এইচ আর – একটি পর্যায়ান্বিত দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা

পুরুষ এবং বালকদের এস আর এইচ আর-এর বিষয়গুলিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আই সি পি ডি কার্যতালিকায় সোচ্চারভাবে জানানো হয়েছিল কিন্তু এই ব্যাপারে বিশেষ কিছু এখন অবধি করা হয়নি। যৌনতাগত এবং প্রজননগত স্বাস্থ্য এবং অধিকার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণে এই এলাকায় একটি বিকল্প দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলতে গেলে মহিলাদের অনুভূতিপ্রবণতা এবং নেতৃত্বকে স্বীকার করতেই হবে। একই সঙ্গে আমাদের বুঝতে হবে যে সামাজিক রীতি অনুযায়ী পুরুষদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ রয়েছে মহিলাদের প্রজননগত স্বাধীনতার ক্ষমতার উপর। একজন মহিলার স্বাধীনতা খর্ব হয় তার প্রজননগত স্বাস্থ্যর উপর প্রভাব পড়ে এবং তার প্রজননগত অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতাও খর্ব হয় একই কারণে। কারণটা হল সামাজিক নীতি এবং সমাজ একজন পুরুষের কাছ থেকে আশা করে এবং বাধ্য করে তাকে তার পৌরুষত্বকে প্রয়োগ করতে এবং এর ফলে তাদের আচরণ মহিলাদের স্বাধীনতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একটি বিকল্প দৃষ্টিতে এই বন্ধনগুলিকে বুঝতে হবে এবং একটি পুরুষকে অথবা একটি দলকে এই সামাজিক দাবীগুলি ভেঙে বেরিয়ে আসার জন্য সাহায্য করতে হবে। এরপর পুরুষদের কর্তব্য হবে তাদের সবাইকার মতামত দৃঢ়রূপে ঘোষণা করে তাদের নিজেদের সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রতিমূর্তি তুলে ধরা যে একজন প্রণয়পূর্ণ এবং সমকক্ষ সঙ্গী, একজন উদ্বিগ্ন এবং ক্ষমতাসম্পূর্ণ পিতা, সব কিছু ভাগ করে নেয় এমন ভ্রাতা এবং সর্বোপরি মহিলাদের সমানক্ষমতা ব্যবহার এবং উপভোগ করার ব্যাপারে একজন দায়িত্বশীল সমর্থক এবং সাহায্যদায়ক। এক্টিভিস্ট (activist), যারা গভীরভাবে লিঙ্গসমতা নিয়ে উদ্বিগ্ন, আমাদের কাজই আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে একটি বিকল্প দৃষ্টি এবং সমগ্র সংগ্রামে পুরুষের ভূমিকা কেবলমাত্র সম্ভবই নয়, উপরন্তু বহু পুরুষ এই সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। 'মেন এনগেজ', একটি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্থা (যারা পুরুষ এবং বালকদের নিয়ে লিঙ্গসমতার উপর কাজ করেন) সম্মেলন একটি পদক্ষেপ রাখতে চায় এই বুঝতে যে কিভাবে তারা মহিলাদের ক্ষমতার লড়াইয়ে যাঁরা যুক্ত তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় পুরুষ এবং বালকদের নতুন ভূমিকা নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে পারেন।

এই পদক্ষেপের সমগ্র উদ্দেশ্য হলঃ

- প্রতিটি স্তরের নেটওয়ার্ক সদস্যদের মধ্যে যোগ্যতা তৈরি করা
- মহিলাদের স্বাস্থ্যের অধিকার আন্দোলন এবং অন্যান্য সংস্থা এবং সামাজিক আন্দোলন যারা এস আর এইচ আর বিষয়ের উপর কাজ করছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা
- স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরে প্রচারকে সমর্থন যার উদ্দেশ্য একজন এবং অনেক পুরুষের মধ্যে সচেতনতা জাগানো যাতে তারা বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্য সৃষ্টিকারী সামাজিক রীতিকে বর্জন করে এবং বিকল্প এস আর এইচ আর আচরণ গ্রহণ করে
- রাষ্ট্রীয় উচ্চ অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি এবং কর্মপন্থা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে নিম্নজাতীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনাকে সমর্থন এবং শক্তিশালী করা যাতে লিঙ্গ অনুভবনশীল এস আর এইচ আর পরিষেবা সবাইকে দেওয়া যায়

সারা পৃথিবীতে যে কৃষ্টির বৈচিত্র এবং বিভিন্ন কর্মপন্থা রয়েছে সেইগুলি ভেবে কনসেপ্ট নোটের পরবর্তী অংশটিতে কিছু প্রশস্ত নীতির উল্লেখ করা হয়েছে যা নেটওয়ার্ক সদস্যরা তাদের নিজস্ব কর্মপন্থা প্রস্তুত করার সময় মনে রাখবেন এবং স্থানীয় অগ্রাধিকার এবং বাস্তবকে গুরুত্ব দেবেন।

৫। <u>দৃষ্টি থেকে বাস্তবেঃ কিছু পথনির্দেশক নীতি</u>

স্থানীয় বাস্তব উপলব্ধির উপায় – সারা পৃথিবীতে মহিলাদের প্রজননগত এবং যৌন স্বাস্থ্যের উপর পুরুষদের শক্তির ব্যবহার একই ধরনের এবং বিভিন্ন উপায়ে হয়। পৃথিবীর কিছু অংশে এই ধারণাগুলি আরও শক্তিশালী হয়, পুরুষ হয়ে জন্মানোর কি অর্থ এই ধরনের কিছু জাতিগত প্রত্যাশা থেকে। বর্তমানের বাস্তবকে বদলাতে গেলে আগে এদের বুঝতে হবে। মিলিত প্রত্যাশার ক্ষমতা এবং প্রভাব বিশেষ করে পুরুষদের উপর বেশি পড়ে এবং সেহেতু পুরুষরা নানা ধরনের ক্রিয়াকলাপ করে, তার মধ্যে নিজেদের পুরুষ প্রমাণ করবার জন্য বিপদের ঝুঁকি নেয়। এটি একটি পরিস্থিতির উদ্রেক করে যেখানে একজন পুরুষ কিছু আচরণ করে যার জন্ম বিশ্বাস থেকে হয়নি কিন্তু তারা ভাবে এতে তাদের সমাজে কদর বাড়বে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে একজনের ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটানো বিশেষ করে প্রজননগত এবং যৌন স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রে খুবই কঠিন হবে আরম্ভ করা এবং চালিয়ে যাওয়া। একজন পুরুষকে জাতির ভেদাভেদ না মেনে অন্য জাতিতে বিয়ে করার দরুণ মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে শাস্তি পেতে হয় ঐতিহ্যবহনকারী সংস্থা যেমন খাপ পঞ্চায়েত থেকে তা ভারতবর্ষের মতন দেশে একজন পুরুষের উপর মিলিত প্রত্যাশার ক্ষমতাই প্রমাণ করে। এই সামাজিক নীতিগুলি প্রায়ই আরও শক্তিশালী হয় বিশ্বাসপ্রণালী দ্বারা যা মহিলাদের অধীনতারই প্রতীক (নীচের গ্রাফিক দ্রষ্টব্য)। এই চিন্তাধারা অথবা বিশ্বাসপ্রণালী না বুঝে লিঙ্গসমতা এবং বিচারের আশা করলে মহিলা ও পুরুষের সম্পর্ক ভিত্তিগতভাবে ও চিরস্থায়ীভাবে বদল করা যাবেনা।

চিত্র ১) লিঙ্গ – একটি সুসম্বদ্ধ সামাজিক ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ হিসাবে

লিঙ্গ ভূমিকা – পরিবারের মধ্যে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ----------

- লিঙ্গ নির্মিত সম্পর্ক
  - স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে
  - ভাই এবং বোনের মধ্যে
  - পিতা-মাতা এবং পুত্র এবং কন্যা
- সংস্থানের উপর অভিগমন এবং নিয়ন্ত্রণের পার্থক্য
  - পারিবারিক আর্থিক সংস্থান
  - সাম্প্রদায়িক সংস্থান
  - রাজনৈতিক সংস্থান

সামাজিক নীতি

একজন পুরুষ বলতে কি বোঝায় – সম্প্রদায়ের প্রত্যাশা
অনুমোদনের মাধ্যমে সমর্থন/পুনরায় বলবৎ করা ----------

পৃথিবীর দক্ষিণে অনেকগুলি দেশ উপনিবেশ পরবর্তী দেশ যার ফলে হয়তো তাদের উপনিবেশ সময়কার সামাজিক সংশোধিত আইন রয়েছে অথবা নতুন সামাজিক ও রাজনীতিক সমতাবাদী আইনি কাঠামো রয়েছে যা আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে। মহিলাদের আইন এবং সামাজিক সমর্থন সংক্রান্ত তথ্যসন্ধান যুক্তিযুক্ত হবে। বহু ক্ষেত্রে হয়তো আইন এবং নিয়মনীতি আছে যা মহিলাদের প্রজননগত ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় অভিগমনকে সমর্থন করে কিন্তু মিলিত অনীহা অথবা পরিষেবা দানকারী ব্যক্তিদের অসমর্থন অথবা বাধ্যতামূলকভাবে আইন প্রয়োগ করার প্রতিনিধিরা এমন ব্যবস্থা করে যে আইনটি অধিকাংশক্ষেত্রে অকার্যকরী হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে অজস্র নিয়মনীতি তৈরি হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলির একই পরিণতি হয়েছে যেমন বাল্যবিবাহ, পণ, গর্ভপাতের বিরুদ্ধে আইন। স্থানীয় পিতৃতান্ত্রিক পুরুষগণ তাঁদের পুরোনো ধারণাই বজায় রাখেন যা এই ধরনের ভালো সামাজিক উন্নতিসাধনের পথকে ধ্বংস করে। অবশ্য প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সমাজগুলিও অবিরত পরিবর্তনের জন্য মধ্যস্থতা করছে এবং কিছু পিতৃতান্ত্রিক ভিত্তিগত নিয়ন্ত্রণ রাখা সত্ত্বেও মহিলাদের জন্য এবং মহিলাদের নিজস্ব কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষাকেও স্থান দেওয়ার চেষ্টা করছে। বর্তমানের সারা বিশ্বের নব-উদার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই এই ধরনের সামাজিক মধ্যস্থতার সুযোগ করে দেয়। অতএব আমরা ভারতবর্ষে দেখতে পাচ্ছি যে মহিলারা বাজারে খরচ করার জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাচ্ছেন কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে পরিবারের সিদ্ধান্তই মেনে চলা হয়, বরপণ প্রথাও চলছে এবং পুত্রসন্তানের প্রাধান্যও ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে মহিলারা অনেক বেশি সচল হয়েছে এবং অল্পবয়সী মহিলা এবং পুরুষদের বিবাহের পূর্বে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার সংখ্যাও খুব বেশি। কিন্তু জন্মনিরোধের দায়িত্ব মহিলার উপরই থাকে

(প্রায়শই শীঘ্র কার্যকরী জন্মনিরোধকের প্রয়োজন হয়) এবং ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই বিবাহ পরিবারের সিদ্ধান্ত এবং ব্যবস্থা অনুযায়ীই হয়।

মহিলাদের সংগ্রামের সঙ্গে অভিন্নতা – সমাজের মধ্যে থেকে লিঙ্গবৈষম্য দূর করার জন্য যে নতুন হস্তক্ষেপের প্রয়োজন তাকে খুঁজে বার করতে হলে সঠিক এলাকা যেখানে সামাজিক বদল এবং হস্তক্ষেপ প্রয়োজন তাকে চিহ্নিত করা দরকার। এম ডি জি (MDG) এবং এস ডি জি (SDG) পদ্ধতিগুলির দ্বারা আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নতিসাধনের প্রত্যাশা ও চেষ্টার ফলে বহু দেশে উন্নতির ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক উন্নতির সংগঠন (International Development Organizations – INGOs) এবং কিছু ক্ষেত্রে দেশীয় উন্নতির সংগঠন(Indigenous Development Organizations – NGOs)-গুলিকে সরকারকে এই উন্নতিসূচক পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য সাহায্যের হেতু অর্থ এবং দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রজননগত স্বাস্থ্যের বিষয় যেমন জন্মনিরোধকের ব্যবহার এবং মাতার স্বাস্থ্য এইগুলি এই কর্মসূচির মধ্যে পড়ে। অপরদিকে এই একই দেশগুলিতে দেশীয় মহিলা সংস্থাগুলি, মানবাধিকার সংস্থাগুলি এবং সামাজিক আন্দোলনগুলি অনেক সময়ই অধিক স্বাধীনতা, গর্ভপাতের অধিকার এবং এল জি বি টি (LGBT) অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে লিপ্ত হয়ে যান বিশেষ করে যেখানে এইগুলি আইনসিদ্ধ নয়। একটি সংস্থা যখন মহিলা এবং পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তনের (বিশেষ করে প্রজনন এবং যৌনতাসংক্রান্ত) চেষ্টা করে তখন তাদের মনে রাখতে হবে যে কিভাবে দুটি একই ধরনের লোকদের একদলের কার্যকলাপ অন্যদলকে প্রভাবান্বিত করে বিশেষ করে স্বাধীন সামাজিক আন্দোলন এবং মহিলা অধিকার সংস্থাগুলি।

আরেকটি উদ্বেগের বিষয় যেটি বিভিন্ন জায়গায় এবং বিভিন্ন সময় মহিলা সংস্থারা তুলে ধরেছে তা হল যারা অর্থসাহায্য করেন তাদের অসম ব্যবহার অর্থাৎ পুরুষদের কোনও বিষয়ে তারা দান করতে বেশি আগ্রহী হন কিন্তু তারা অনেক বেশি প্রয়োজনীয় মহিলাদের অধিকার এবং ক্ষমতাবিষয়ক কাজে দিতে উৎসাহী হন না। এস আর এইচ আর-এর ক্ষেত্রে কিছু বিষয় আছে যাতে রাষ্ট্রের কোনো আগ্রহ থাকে না, যার ফলে রাষ্ট্র এবং বেসরকারী দানসংস্থার কাছ থেকে খুব কমই আর্থিক সাহায্য আসে। এস আর এইচ আর পুরুষদের ভূমিকা বিষয় নিয়ে যে কাজ করে তার উচিত অন্যান্য সংস্থা যারা একই বিষয়ে কাজ করে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা বিশেষ করে যারা রাষ্ট্র-মনোনীত এলাকায় কাজ করে। এস আর এইচ আর-এর ক্ষেত্রে উন্নতিসাধন সম্ভব হয়েছে মহিলা এবং মহিলা সংস্থাগুলির মাধ্যমে যারা প্রচলিত প্রথা এবং আইনি বিধিনিষেধকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে এবং পুরুষদের নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে খুব সাবধানে করতে হবে যাতে এই সংস্থাগুলি বিচ্ছিন্ন অথবা প্রত্যাখ্যাত না বোধ করে। বাস্তবে মেন এনগেজ সহকর্মীরা তাদের কাজের পরিকল্পনা করা, সেটি কার্যকরী করা এবং পুনরীক্ষণ করার ব্যাপারে মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী মহিলাদের যেন অন্তর্ভুক্ত করেন। একটি প্রয়োজনীয় বিষয় মনে রাখতে হবে যাতে আমাদের কাজকে কখনোই পুরুষদের দ্বারা, পুরুষদের সঙ্গে, পুরুষদের জন্য অথবা মহিলাদের জন্য (এস আর এইচ আর বিষয়) না মনে হয়, সেই অঞ্চলের মহিলাদের সংগ্রামকে যেন ভুলে না যাওয়া হয়।

<u>পুরুষদের ক্রিয়াকর্মের ব্যাখ্যা</u> – একদিকে আমরা যেমন সাম্প্রদায়িক স্তরে এস আর এইচ আর-এর উপর আমাদের কাজ পরিকল্পনা এবং কার্যকরী করছি অথবা মিলিতভাবে প্রচার করছি অন্যদিকে তেমনি পুরুষদের দ্বারা মহিলাদের উপর নির্যাতন এবং রাষ্ট্র দ্বারা মহিলাদের ক্ষমতা

খর্ব করার ঘটনাও ঘটতে থাকবে। মেন এনগেজ নেটওয়ার্কের কাজ হবে এই ঘটনাগুলিকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করা এবং মহিলাদের আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সামিল হওয়া।

পুরুষদের বিশেষ সুবিধার প্রতিবিম্ব এবং পরিবর্তনের কর্মপন্থা – লিঙ্গ বৈষম্যকে দূর করার সূত্রে পুরুষ এবং বালকদের উপর যে কাজ করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে পুরুষদের দ্বারা সমালোচনা এই কাজের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। যে পদ্ধতিতেই কাজ করা হোক না কেন পুরুষদের নিজেদের জীবনে মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার অবকাশ থাকবে। এই সমালোচনার দ্বারা পুরুষ এবং বালকের পক্ষে ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের মতন সামাজিক সম্পর্ক, তাদের নিজস্ব অবস্থান এবং বিশেষ সুবিধা বোঝা সহজ হবে। এই বিশেষ সুবিধা একটি লিঙ্গ সমতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের পটভূমিকার বুঝতে পারা নিজস্ব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী প্রেরণা। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ মহিলা এবং পুরুষদের পৃথক অবস্থানের ফলে একজন পুরুষ তার জীবনে মহিলাদের সঙ্গে এই পরিবর্তন খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করে। এই পরিবর্তন নিজস্ব সম্পর্কের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হতে পারে যেমন যৌন সম্পর্ক, সন্তানপালনে অথবা সাংসারিক কাজে অংশগ্রহণ করা অথবা মহিলাদের নিজস্ব শখ মেটাবার জন্য গৃহের বাইরে যাবার স্বাধীনতাকে সমর্থন করা। তাই এই পরিকল্পনাগুলি কেবল জন্মনিরোধক ব্যবহারের মত একটি ক্ষুদ্র এস আর এইচ আর কর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আরও বৃহৎ লিঙ্গ বৈষম্য সংক্রান্ত সামাজিক নীতি, যা মহিলাদের সামাজিক এবং প্রজননগত স্বাধীনতাকে খর্ব করে, তাই নিয়ে কাজ করে। এর সঙ্গে অবশ্যই একজনকে পিতৃত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। মহিলাদের নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা হচ্ছে একটি প্রাথমিক ধারণা যা পুরুষদের উৎসাহ আকর্ষণ করবে। কিন্তু এটি বুঝতে হবে যে এই ধারণার গ্রহণযোগ্য পুরুষতন্ত্র এবং পৌরুষত্বের সঙ্গে যেন কোনও বিরোধ না থাকে।

যে দেশগুলি এখনও উন্নতির পথে সেই দেশগুলিতে বহু প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সাবেকি সম্প্রদায় এখনো নতুন উদার আধুনিকতার সঙ্গে গভীর সংগ্রামে লিপ্ত। মহিলাদের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া এমনই একটি ক্ষেত্র যেখানে এই ধরনের সমাজ খুবই সাবধানতা অবলম্বন করে এবং এই প্রচারের এটিই উদ্দেশ্য। পৃথিবীর বহু অংশে যে মৌলবাদ ক্রমশঃ বর্ধিত হচ্ছে তার পেছনে কারণ একটিই তা হল পিতৃতান্ত্রিকতা এবং পৌরুষত্ব নতুন 'বিদেশী' ধারণাগুলির দ্বারা আসন্ন বিপদের লক্ষণ দেখে ভীত বোধ করছেন। বহু সাবেকি সমাজে যথাযথ সমর্থন ছাড়া জনসাধারণের জন্য নীতি ও পরিকল্পনার পরিবর্তন অনেকসময় কার্যকরী হয়না। অতএব বর্তমান উদ্যোগের একটি প্রয়োজনীয় অংশ হল ওই বিশেষ এলাকার পক্ষে একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা অথবা লিঙ্গ সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন আনার যুক্তি যা বহু পুরুষের কাছ থেকে সমর্থন পায়। 'পাপ' এবং 'বেআইনি' এই দুটি শব্দ যা লিঙ্গ নির্বাচন সম্পর্কিত শব্দ যার ফলে নারী লিঙ্গ অনুপাত কমে যায় কোনো ভাবেই ফলপ্রসূ হয়নি বরং একে অপরের সৃজনকারী ক্ষমতা খর্ব করেছে। প্রথম ক্ষেত্রে এটি একই নৈতিক কাঠামো ব্যবহার করেছে যেখানে অন্যান্য বৈষম্যপূর্ণ অভ্যাসগুলির সমর্থনে যুক্তি দেখানো হয়েছে কিন্তু আসলে এটি ব্যর্থ হয়েছে কারণ গর্ভপাতকে 'পাপ' হিসাবে দেখানো হয়েছে যা মহিলাদের গর্ভপাতের ক্ষেত্রে নিরাপদ অভিগমনকে বাধা দিয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণ হল সমস্ত আইন যা মহিলাদের সামাজিক অবস্থানের উন্নতির জন্য গঠিত হয়েছে সেগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, কারণ তারা সম্প্রদায়ের প্রত্যাশার দিকে নজর দেয়নি, যার ফলে কোনোটিকেই ঠিকভাবে কার্যকরী করা হয়নি।

এই প্রচারের একটি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হল একজন পুরুষ যার কাছে লিঙ্গ সম্পর্কিত এবং 'এস আর এইচ আর' সম্পর্কিত আচরণের পরিবর্তনের মূল্য আছে এবং যে বন্ধুদের সমষ্টি তৈরি করে তাদের নিয়ে যারা লিঙ্গ সমতা ও নীতির মূল্য দেয়। একটি নতুন যুক্তি খাড়া করার প্রয়োজন আছে যেটি একদিকে যেমন বর্তমান সম্প্রদায়ের প্রত্যাশার অনুরণন করে আবার অন্যদিকে বিদ্যমান লিঙ্গ সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য মহিলা এবং বালিকাদের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এটি খুব বেশি কঠিন কাজ নয় কারণ বেশির ভাগ দেশে জনজীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র অথবা মহিলাদের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা আগে থেকেই প্রস্তুত আছে। লিঙ্গ সম্পর্কের উন্নতিসাধনের জন্য এই মিলিত প্রয়াস ব্যতীত একজন পুরুষের পক্ষে এই পরিবর্তন জিইয়ে রাখা কঠিন কারণ পৌরুষত্বকে অনবরত জাগিয়ে তোলা হয় যেমন প্রথম ছবিতে রয়েছে এবং একে ভেঙে আবার নতুন করে গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে।

<u>জনগণের নীতির পরিবর্তন এবং পরিকল্পনা</u> – এটি অনেক সময় প্রকৃতপক্ষে তৃণমূল স্তর থেকে আরম্ভ হয় এবং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও তাদের অগ্রগতির উপর নজরদারী এর উপর ভিত্তি করেই হয়। আন্তর্জাতিক উন্নয়নকে অনেক সময়েই দেশের উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং যা কিছু আন্তর্জাতিক মানের উপর নির্ভরশীল এবং যার ফলে একটি নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে 'নজরদারী এবং মূল্যবিচার'কে কেন্দ্র করে। একই সঙ্গে বিভিন্ন দেশকে তাদের উন্নয়নের জন্য প্রশংসা করা আন্তর্জাতিক স্তরে 'অপারেন্ট কণ্ডিশানিং'(Operant Conditioning)-এর সমান যা অনেক উন্নয়নকারী সংস্থা ব্যক্তিগত স্তরে আচরণের পরিবর্তনের পন্থা হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু অনেক কারণ রয়েছে যা বহু দেশকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তনগুলিকে কার্যকরী করতে দেয় না যেমন প্রণালীগত ক্ষমতা, যথাযথ আর্থিক সাহায্য, অবিশুদ্ধতা/দূরদৃষ্টির অভাব এবং শাসননিয়ন্ত্রণতা। 'এস আর এইচ আর'-এর ক্ষেত্রে পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি কারণ বহু দেশ আন্তর্জাতিক স্তরের আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। এর উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে প্রায় পঞ্চাশের অধিক দেশ সংরক্ষণকে সিড(CEDAW)-তে গ্রহণ করেছে এবং আজ অবধি এর মধ্যে কোনোটিকেই সরানো হয়নি। এই সংরক্ষণের অনেকগুলিই আর্টিকল ৫ এবং ১৬(Articles 5 and 16)-তে আছে যা প্রথাগত অনুশীলন, বিবাহ এবং পারিবারিক সম্পর্ক, যৌন এবং প্রজননগত স্বাস্থ্য এবং অধিকার-সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কারবার করে। যদিও এইগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মূল্যহীন নয় কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার যে এইগুলি জনগণের নিয়মনীতিকে উন্নীত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

মেন এনগেজ নেটওয়ার্ক সদস্যরা উন্নীত নিয়মনীতি ব্যবহার করতে পারেন, সেই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী তাঁরা। এই নিয়মনীতিগুলি প্রজননগত স্বাস্থ্য পরিষেবায় মহিলাদের অভিগমন, পুরুষদের জন্য পরিষেবার সুবিধা দান বিশেষ করে গর্ভনিরোধ এবং এস টি আই/এইচ আই ভি এবং এইডস-এর ক্ষেত্রে দেশ এবং উপদেশিক স্তরে সুবিধা দেয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের পরিষেবাগুলির ক্ষেত্রে নীতিগত কর্মপন্থা খুবই জরুরি যেগুলি স্থানীয় দাবীগুলি এবং অনেক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা মেটাতে পারে। অবশ্যই এই দাবীগুলি মহিলা সংগঠনগুলির সঙ্গে একত্রে মেটাতে হবে যাতে এইগুলি মহিলাদের পক্ষ থেকে না হয়। এর দ্বারা এদের নিজেদের ক্রিয়াকর্ম এবং নিয়মনীতির নির্দেশের সামঞ্জস্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

<u>আঞ্চলিক কর্মপন্থাগুলির পরিকল্পনা ও কার্যকরী করার এবং সতর্ক প্রহরার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন</u> – সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পুরুষদের নিয়ে কাজ করা একসঙ্গে বিপদসম্ভাবনাপূর্ণ

এবং উত্তেজনাপূর্ণ। সামাজিক ঐতিহ্য অনুযায়ী পুরুষরা বহুবছর মহিলাদের উপর ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ চালিয়েছে ও অনেক সামাজিক বিশেষ সুবিধা উপভোগ করেছে। পুরুষরা সহজেই এইগুলি ত্যাগ করবেনা। তবে সব ক্ষেত্রে সব পুরুষ তারা নিজেরা চাইলেও চরম আধিপত্য বিস্তার করেনা। এই ভাবগত পৌরুষত্ব পুরুষদের সামাজিক রীতি বজায় রাখতে বাধ্য করে। পুরুষদের নিয়ে 'এস আর এইচ আর'-এ কাজ করলে পুরুষরা নিজেদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে এবং তার প্রভাব যাদের জীবনে পড়ে অথবা যাদের সস্নেহে লালন করতে চায়, এই ব্যাপারে সচেতন হয়। এই ক্ষমতা এবং অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়ার ফল যা অন্যদের জীবনে প্রভাব ফেলে, তা পুরুষদের অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কগুলিকেও প্রভাবান্বিত করে। অত্যন্ত সাবেকি সমাজে পিতৃতন্ত্র এবং পৌরুষত্ব একে অপরকে শক্তিশালী করে অসংখ্য ক্রমোচ্চ সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে। এইগুলি জাতি, জাতিগত সামাজিক ভাগ, ধর্মীয় সংখ্যাগুরুত্ব ইত্যাদি। লিঙ্গ সংক্রান্ত সম্পর্কের পরীক্ষা এবং লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে সচেতনতা পুরুষদের অন্যান্য সামাজিক ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে কাজ করার উৎসাহ দিতে পারে। এই কাজটি যদি এই দিকে অগ্রসর হয়, তাহলে এটি সত্যই পরিবর্তন আনতে পারবে এবং এটির বহু দূরের সামাজিক বদল আনার ক্ষমতা থাকবে। একই সঙ্গে স্বভাবগত পৌরুষত্ব এবং পিতৃতান্ত্রিক পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এমনও হতে পারে যে পুরুষ একলা অথবা দলবদ্ধভাবে মহিলাদের হিতসাধনের নামে পিতৃতান্ত্রিক ধারা অনুসরণ করবে এবং একই সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজেদের ক্ষমতা এবং মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ বর্ধিত করবে এবং সম্পূর্ণভাবে এই পদ্ধতিকে বদলে দেবে।

সমস্ত মেন এনগেজ নেটওয়ার্ক সভ্যদের এবং সহকর্মীদের এই উত্তেজনামূলক কাজ একসঙ্গে এবং অংশীদার ভিত্তিতে করার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।